# সমতট

211

বর্ষ 53 সংখ্যা 3 ◻ মূল্য 80 টাকা

প্রকাশন

**সমতট : 211**
জানুয়ারি-মার্চ 2022
53 বর্ষ সংখ্যা 3

**সম্পাদক মন্ডলী:** সৌরভ দত্তগুপ্ত ছবি কুন্ডু স্নিগ্ধা সেন লপিতা সরকার দেবকুমার সাহা, **উপদেষ্টামন্ডলী:** সুমিতা চক্রবর্তী সুব্রতকুমার ঘোষ দেবনারায়ণ ইন্দু মীনা দাঁ মীনাক্ষী ব্যানার্জি সলিল চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার চক্রবর্তী অভীপ্রসুন চট্টোপাধ্যায় এণাক্ষী মজুমদার প্রণব কুমার দত্ত কালাচাঁদ ঘোষ অয়ন ঘোষ
**সভাপতি** : মনোজ রায়

**সম্পাদকীয়**—নীতি, দুনীতি ও রঞ্জনবাবুরা—মনোজ রায় 179

**শতবর্ষে স্মরণে**
- শতবর্ষে সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়—শিবানী চট্টোপাধ্যায় 183
- শতবর্ষে গৌরকিশোর ঘোষ—দেবনারায়ণ ইন্দু, স্বাতী রায়, মীনা দাঁ 186

**প্রবন্ধ**
- হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের গন্ডার : অস্তিত্বের সংকট—বিমলেন্দু মজুমদার 193
- রুশ চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট : একটি অবলোকন—শুভ ঘোষ 206
- বাসন্তীদেবী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে—রাণু মিস্ত্রী 211
- ঝাঁসীর রানি : ইতিহাস ও কল্প ইতিহাসে—সোমশংকর রায় 218
- জার্নাল থেকে—প্রসঙ্গ : শিবনারায়ণ রায়—শঙ্করনাথ চক্রবর্তী 224

**অনূদিত**
- বই বিপনির স্মৃতি—জর্জ অরওয়েল—ভাষান্তর: শুভময় রায় 229
- দৃষ্টিকোণ—সুনীপা বসু—ভাষান্তর : মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর) 236

**ভ্রমণ**
- লন্ডন টেগোর সেন্টারের পথে . . . —মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান 243

**কবিতা** 262-268
- জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, আলোকময় দত্ত, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সরকার, রবীন বসু

**গল্প**
- ওহ্ মাই কর্ন, কলকাতা গন—শারদা মন্ডল 269
- একটি আশ্চর্য ভ্রমন কাহিনী—লপিতা সরকার 276
- মাস্ক বিভ্রাট—মনোমিতা চক্রবর্তী 280

**পুস্তক পরিচয়**
- 'চরের মানুষ'—তৃষ্ণা বসাক—আলোচক : স্বাতী রায় 283
- একটু অন্যরকম লেখা : "পদ্য @ ফেসবুক 2" —দীপ্তিমান বসু —আলোচক : চিন্ময় গুহঠাকুরতা 287
- In the Land of Iban Batuta : Moroccan Tour—Sourabh Dattagupta—আলোচক : নিরঞ্জন হালদার 291

প্রচ্ছদ : সূচিশিল্প, শিল্পী : অরুণ কুমার চক্রবর্তী

# বইবিপণির স্মৃতি/জর্জ অরওয়েল

## মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর : শুভময় রায়

**|লেখক পরিচিতি:** মার্কিন সাহিত্য সমালোচক আরভিং হাউ তাঁর প্রশংসায় বলেছিলেন, 'হ্যাজলিট, হয়ত বা ড. জনসন এর পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক'। এ হেন **জর্জ অরওয়েল** (1903-1950) এর ছোট-বড় অজস্র প্রবন্ধ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মনোরম সংযোজন মাত্র মনে করলে ভুল হবে। লেখক হিসেবে তাঁর অসাধারণত্বের দাবির নিরিখে অরওয়েল এর প্রবন্ধের গুরুত্বও কম নয়। জর্জ অরওয়েল 1903 সালে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম এরিক আর্থার ব্লেয়ার। ইটন-এ শিক্ষিত এই সাহিত্যিকের প্রথম উপন্যাস *বার্মিজ ডেজ* (1934) বর্মায় ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশে তাঁর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার রঙে রাঙানো। বিবিসি রেডিও'তে চাকরি করেছেন। *ট্রিবিউন, অবজার্ভার* প্রভৃতি সংবাদপত্রে রাজনীতি এবং সাহিত্য বিষয়ে নিয়মিত লিখেছেন ইংরেজি ভাষার অসাধারণ গদ্যশৈলীর এই রূপকার। আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পেয়েছেন মূলত রূপকধর্মী রাজনৈতিক স্যাটায়ার *অ্যানিম্যাল ফার্ম (পশুখামার)* এবং *নাইন্টিন এইট্টি-ফোর (উনিশ'শ চুরাশি)* উপন্যাসদ্বয়ের খ্যাতি অথবা, ধারণা বিশেষে কুখ্যাতির জন্য।

জর্জ অরওয়েল এর প্রবন্ধের পেঙ্গুইন প্রকাশিত একটি সংকলনের ভূমিকায় বার্নার্ড ক্রিক লিখেছেন: 'কিপলিং প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন, "তাঁরা ইংল্যান্ড সম্পর্কে কী জানবেন যাঁরা শুধু ইংল্যান্ডকে জানেন?" সোভিয়েত রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনের অল্পদিন পরে চেকোস্লোভাকিয়া আর পোল্যান্ডে শিক্ষকদের সামনে বক্তৃতা করতে করতে আমি আবেগের বশে জিজ্ঞেস করি, 'তাঁরা অরওয়েল সম্পর্কে কী জানেন যাঁরা শুধু *অ্যানিমাল ফার্ম* আর *নাইনটিন এইট্টি-ফোর* জানেন?" বস্তুত প্রাবন্ধিক অরওয়েল এর ভাবনাচিন্তা, রসবোধ এবং ঠাট্টা-উপহাসের ছলে প্ররোচনা অথবা তর্ক জাগানোর দক্ষতার উদাহরণ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অথবা প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র ছিল 'মুক্ত মানুষের অট্টহাসি'।

*নিউ ইংলিশ উইকলি, নিউ স্টেটসম্যান, ট্রিবিউন* ইত্যাদি কাগজে '30 এবং 40 এর দশকে অরওয়েল নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করেছেন। 1940 সালে তিনি একশো'রও বেশি বইয়ের রিভিউ লেখেন।

এখানে অনূদিত প্রবন্ধটি ('Bookshop Memories') *ফোর্টনাইটলি* পত্রিকায় 1936 এর নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অক্টোবর, 1934 থেকে জানুয়ারি 1936 এর মধ্যবর্তী সময়ে লেখকের একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে কাজ করার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। সাহিত্য ও পুস্তক প্রকাশনার জগতকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামাজিক অভ্যাস, প্রথা-প্রকরণ আর প্রতিষ্ঠানের গতানুগতিকতা, খামখেয়ালিপনা আর কৌতুকময় দিকগুলোর পর্যবেক্ষণ আর তাদের বর্ণনা করার যে অসাধারণ ক্ষমতা জর্জ অরওয়েলের ছিল, 'বইবিপণির স্মৃতি' তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বই আর বইয়ের দোকান সম্পর্কে পূর্বকল্পিত রোম্যান্টিক ধারণাগুলো প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই ফুলে ফেঁপে ওঠার বদলে যেন চুপসে গেল। তৎকালীন পুস্তকপ্রেমীদের পাঠরুচি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যগুলোও প্রণিধানযোগ্য। অরওয়েলের প্রকাশভঙ্গিতে স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে যে ত্যারচা কৌতুক এসে মিশেছে, তাই বোধহয় এই নিবন্ধের প্রধান আকর্ষণ।]

আপনার যদি কোনও পুরোনো বইয়ের দোকানে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে এমন একটি স্বর্গ হিসেবে তার ছবি কল্পনা করে নেওয়া সহজ যেখানে বয়স্ক ভদ্রলোকেরা বাছুরের চামড়া দিয়ে বাঁধানো বড় বড় কেতাবের পাতা অনন্তকাল ধরে ওল্টাতে থাকেন। আমি এক সময় এমনই একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে কাজ করতাম। তখন আমার মনে হয়েছিল যে বাস্তবিকই বই-পাগল মানুষ বিরল। আমাদের দোকানে বইয়ের সংগ্রহটি ছিল দারুণ। কিন্তু আমার সন্দেহ দশ শতাংশ খদ্দেরও খারাপ-ভালো বইয়ের পার্থক্য বোঝেন না। সাহিত্যপ্রেমীদের তুলনায় প্রথম সংস্করণের খোঁজে এসেছেন এমন নাক-উঁচু ক্রেতাদের বেশি দেখা যেত। তবে আরও বেশি দেখতে পেতাম প্রাচ্যদেশের ছাত্রছাত্রীদের সস্তা পাঠ্যবইয়ের দাম নিয়ে দরাদরি করতে। আর সবচেয়ে বেশি পাওয়া যেত ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য জন্মদিনের উপহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত অনিশ্চিতমনস্ক মহিলাদের।

আমাদের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে কোনও জায়গায় উপদ্রব হিসেবে গণ্য হবেন। কিন্তু বইয়ের দোকানে তাঁরা বিশেষ সুবিধে পেতেন। যেমন প্রিয় সেই বয়স্ক মহিলাটি যিনি 'কোনও এক পঙ্গু ব্যক্তির জন্য বই চান' (এমন অনুরোধ প্রায়ই আসত)। আরও একজন বৃদ্ধা ছিলেন যিনি 1897-তে কোনও একটি দারুণ বই পড়েছিলেন। এখন তাঁর অনুরোধ আপনি কি তাঁকে এক কপি সেই বইটি খুঁজে দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যবশত বইয়ের নাম অথবা লেখকের নাম অথবা বইটির বিষয়বস্তু কিছুই আর তাঁর মনে নেই। অথচ অবশ্যই মনে আছে যে তার মলাটের রং ছিল লাল। এঁরা ছাড়াও আর দু'ধরনের অতি-পরিচিত বিরক্তিকর মানুষদের প্রত্যেকটি পুরোনো বইয়ের

দোকানে প্রায়ই দেখা যায়। সেই সব জীর্ণ চেহারার মানুষ যারা গায়ে পুরোনো রুটির গুঁড়োর গন্ধ নিয়ে প্রত্যহ, কখনও সখনও দিনে বেশ কয়েকবার, আসত। উদ্দেশ্য তাদের মূল্যহীন, বাজে বইগুলো বিক্রি করা। আর ছিল যারা প্রচুর পরিমাণে বইয়ের অর্ডার দিত। কিন্তু সেই সব বইয়ের দাম মেটানোর সামান্য অভিপ্রায়ও তাদের থাকত না। আমরা ধারে বই বিক্রি করতাম না। কিন্তু যে সব পাঠক পরে বই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করত, আমরা তাদের জন্য আলাদা করে বই রেখে দিতাম অথবা প্রয়োজনে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে দিতাম। দেখা যেত যারা আমাদের কাছে বইয়ের অর্ডার দিয়ে যেত, মেরেকেটে তাদের অর্ধেকই শুধু ফের আসত। এই ব্যাপারটি প্রথম প্রথম আমাকে ধাঁধায় ফেলত। কেন অন্যরা আসত না? তারা প্রথমে কিছু বিরল আর দামী বইয়ের অর্ডার দিত। আমাদের কবুল করিয়ে নিত যে আমরা সেই বইগুলো তাদের জন্য রেখে দেব। কিন্তু তারপর তারা বেমালুম উবে যেত, কখনও ফিরে আসত না। আসলে এদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভ্রমবাতুলতাগ্রস্ত রোগী। তারা নিজেদের সম্পর্কে সাড়ম্বর কথাবার্তা বলত। কেন টাকাপয়সা না নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে তার ব্যাখ্যায় দারুণ আজগুবি গল্প ফাঁদত। আমি নিশ্চিত যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা সেই সব গল্প বিশ্বাসও করত। লন্ডনের মত শহরের রাস্তায় সব সময়েই এমন অনেক পাগল ঘুরে বেড়ায় যারা সরকারিভাবে চিহ্নিত নয়। এদের বইয়ের দোকানে জড় হওয়ার প্রবণতা থাকে কারণ বইবিপণি সেই কতিপয় জায়গাগুলোর অন্যতম যেখানে আপনি পয়সা খরচ না করেই অনেকটা সময় কাটাতে পারবেন। শেষমেশ এই ধরনের মানুষদের এক নজরেই চিনে নেওয়া যায়। বড় বড় কথা যতই বলুক না কেন, এদের ধরনধারণ কেমন যেন পোকায়-খাওয়া, লক্ষ্যহীন। প্রায়শই আমাদের এমন ভ্রমবাতুলতাগ্রস্ত রোগীদের সামলাতে হত। আমরা তাদের অনুরোধের বইগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখলেও তারা চলে যেতেই সেগুলো আবার তাকে তুলে রাখতাম। আমি ঠাহর করেছিলাম যে এদের কেউই কিন্তু দাম না চুকিয়ে বই নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা কখনও করেনি। শুধু যেন বইয়ের অর্ডার দেওয়াতেই তাদের আনন্দ—আমার মনে হয় তারা পকেটের পয়সা বার না করেই অর্থ ব্যয় করতে পারার মোহাবেশে আচ্ছন্ন থাকত।

অধিকাংশ পুরোনো বইয়ের দোকানের মতই আমাদের কতগুলো গৌণ ব্যবসা ছিল। যেমন আমরা হাত-ফেরতা টাইপরাইটার এবং ডাকটিকিটও—অর্থাৎ ব্যবহৃত ডাকটিকিট—বিক্রি করতাম। সব বয়সের ডাকটিকিট সংগ্রাহকেরা এক অদ্ভুত, নীরব, মাছের মত জীব। তবে এরা সকলেই পুরুষ। বোঝা যায় যে মহিলারা ছোট ছোট রঙিন কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে অ্যালবামে সাঁটার অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেন না। আমরা ছ'পেনির কুষ্ঠি-ঠিকুজিও বিক্রি করতাম। জাপানের ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিল এমন কেউ সেগুলো সংকলন করত। এই নথিগুলো মুখ-আঁটা খামে থাকত। আমি নিজে কখনও একটাও খুলে দেখিনি। কিন্তু দেখতাম ক্রেতারা প্রায়ই ফিরে এসে আমাদের বলে যেত যে সেই কুষ্ঠি-ঠিকুজিতে যা লেখা আছে তা কতটা 'সত্যি'। (সন্দেহের অবকাশ নেই যে কোনও কুষ্ঠিতে যদি লেখা থাকে যে অপর লিঙ্গের মানুষদের কাছে আপনি খুবই আকর্ষণীয় অথবা আপনার সবচেয়ে খারাপ দোষটি হল দানশীলতা, তাহলে তাকে 'সত্যি' বলেই মনে হবে।) আমাদের শিশুপাঠ্য বইয়ের ব্যবসাটি, মূলত 'সস্তা দরে বেচে দেওয়া অবিক্রীত বইয়ের ব্যবসা, ভালোই চলত। ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা আধুনিক বইগুলো ভয়ঙ্কর বস্তু। বিশেষত আপনি যখন তাদের একসঙ্গে ধরে বিচার করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনও শিশুকে *পিটার প্যান*[1] এর পরিবর্তে *পেট্রোনিয়াস আরবাইটার*[2] দিতে পছন্দ করব। কিন্তু এমনকী ব্যারি ও, পরে পড়ে যারা তাকে নকল করেছে তাদের তুলনায়, পুরুষোচিত এবং নৈতিক সুস্বাস্থ্যের অনুকূল। ক্রিসমাসের সেই অতিব্যস্ত দশদিন আমরা ক্রিসমাস কার্ড আর ক্যালেন্ডার নিয়ে হিমশিম খেতাম। এই সব জিনিস বিক্রি করা ক্লান্তিকর হলেও সেটা একটা ভালো মরশুমি ব্যবসা তো বটে। আমি আগ্রহ নিয়ে দেখতাম যে সব কিছুতেই দোষ দেখার কী বর্বরোচিত মনোভাব নিয়ে খ্রিস্টীয় ভাবাবেগকে নিজেদের কাজে লাগানো হত। ক্রিসমাস কার্ডের কোম্পানির দালালেরা জুন মাসেই তাদের তালিকা নিয়ে পৌঁছে যেত। তাদের কোনও একটি চালানে লেখা বাক্যাংশ আজও আমার স্মৃতিতে ধরা আছে। লেখা ছিল: 'দু'ডজন খরগোশসহ শিশু যিশু'।

তবে আমাদের প্রধান আনুষঙ্গিক ব্যবসাটি ছিল বাড়িতে পড়ার জন্য বই ধার দেওয়া হয় এমন একটি পাঠাগারের। সেই 'দু'পেনির—আমানত লাগে না' এমন পাঁচ শো - ছ শো বইয়ের গ্রন্থাগার, যার সংগ্রহে থাকত শুধুই উপন্যাস। বইচোরেরা এ'ই লাইব্রেরিগুলোকে কী পছন্দ না করত। দু'পেন্সে এক দোকান থেকে বই ধার নিয়ে, আর লেবেল খুলে এক শিলিংয়ের বিনিময়ে অন্য দোকানে বইটি বিক্রি করা পৃথিবীর সহজতম অপরাধ। তাসত্ত্বেও বই বিক্রেতারা বুঝেছিল যে গ্রাহকদের টাকা গচ্ছিত রাখার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার তুলনায় কিছু বই (মাসে এক ডজন মত বই ফিরে আসত না) চুরি গেলেও ব্যবস্থাটি লাভজনক।

---

1. স্কটিশ ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার জে.এম. ব্যারি সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র। পিটার প্যান মুক্তমনা দুষ্টু বালক যে উড়তে পারে, কিন্তু কখনই বড় হয় না।

2. রোমান সম্রাট নেরো'র আমলের রাজসভাসদ যাঁকে ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস *স্যাটায়ারিকন* এর লেখক বলে মনে করা হয়।

আমাদের দোকানটি ছিল ঠিক হ্যাম্পস্টেড আর ক্যামডেন টাউনের মধ্যবর্তী সীমায়। অভিজাত জমিদার-ভূস্বামী থেকে বাসের কণ্ডাক্টর—সব ধরনের মানুষের সেখানে ছিল ঘন ঘন যাতায়াত। সে লাইব্রেরির গ্রাহকদের সম্ভবত লন্ডনের পাঠক শ্রেণির একটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা হিসেবে গণ্য করা যেত। এটা জানলে মন্দ হয় না যে লাইব্রেরি থেকে কোন লেখকের বই সবচেয়ে বেশি 'ধার নেওয়া হত' —প্রিস্টলি? হেমিংওয়ে? ওয়ালপোল? ওডহাউস? না। প্রথমে এথেল এম. ডেল, দ্বিতীয় স্থানে ওয়ারউইক ডিপিং আর জেফরি ফারনল হতেন তৃতীয়। ডেল এর উপন্যাসগুলো অবশ্য শুধু মহিলারাই পড়ত। ধরন ও বয়স নির্বিশেষে সব মহিলা। এমন নয় যে প্রত্যাশা অনুযায়ী শুধু কামনাব্যাকুল অবিবাহিতা নারী অথবা তামাক ব্যবসায়ীর পৃথুলা বউয়েরাই একমাত্র পাঠিকা। পুরুষেরা উপন্যাস পড়ত না একথা সত্যি নয়। কিন্তু এটা সত্যি যে উপন্যাসের অনেক শাখাই তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। মোটামুটিভাবে গড়পড়তা উপন্যাসগুলো যেন শুধু মহিলাদের জন্যই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যেমন ধরুন সাধারণ, ভালো খারাপ, জল-মেশানো-গলসওয়ার্দির[3] মত জিনিস, যা ইংরেজি উপন্যাসের প্রচলিত ধাঁচ। পুরুষেরা সমাদর করা যায় এমন সব উপন্যাস পড়ে। অথবা তারা গোয়েন্দা গল্প পড়ে। গোয়েন্দা গল্পের খিদে তাদের দারুণ। আমাদের এক গ্রাহক এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সপ্তাহে চার থেকে পাঁচটি গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ত। এটা ছিল অন্যান্য লাইব্রেরি থেকে তার সংগৃহীত বইয়ের বাইরে। আমি জেনে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে সে একই বই দু'বার পড়ত না। স্পষ্টতই, সেই সব অজস্র ছাইপাঁশ বই (আমার হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর যত পৃষ্ঠা পড়া হত তা এক একর জমির তিন-চতুর্থাংশ ঢেকে দিতে পারত) চিরদিনের জন্য তার স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকত। বই অথবা লেখকের নাম খেয়াল না করলে বইটি খুলে ভেতরে নজর দিলেই সেই পাঠক বলতে পারত যে তার 'সেটি সারা হয়েছে কি না'।

বই ধার দেওয়া হয় এমন গ্রন্থাগারেই মানুষের আসল পছন্দ বোঝা যায়। যেখানে তারা ভান করার জন্য যায় সেখানে নয়। আপনার যেটা লক্ষণীয় বলে মনে হবে তা হল ইংরেজি ভাষার 'ধ্রুপদি' ঔপন্যাসিকেরা প্রিয় লেখকের তালিকা থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জেন অস্টেন, ট্রোলোপ ইত্যাদিদের রাখা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেউ তাঁদের বই ধার নেয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও উপন্যাস দেখলেই মানুষ 'ওহ, এটা কিন্তু বেশ *পুরোনো*।' বলেই অবিলম্বে সরে যায়। কিন্তু ডিকেন্স *বিক্রি* করা বেশ সহজ, যেমন শেক্সপীয়ার বিক্রি করা সবসময়ই

3. ব্যঙ্গাত্মক, ইংরেজ ঔপন্যাসিক-নাট্যকার জন গলসওয়ার্দির নামটি মদের ব্র্যাণ্ড নামের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

সহজ। ডিকেন্স সেই লেখকদের অন্যতম যাঁকে মানুষ 'সব সময় পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ' করে এবং বাইবেলের মত অন্যের মুখে শুনে শুনেই ডিকেন্সের ব্যাপক পরিচিতি। মানুষ জনশ্রুতির মাধ্যমে জানতে পারে যে বিল সাইকস একজন চোর আর মি: মিকবার এর মাথায় টাক, যেমন জনশ্রুতি তাদের জানায় যে মেজেস-কে পাওয়া গিয়েছিল নলখাগড়ার জঙ্গলে আর তিনি ঈশ্বরের 'পিছনের অংশ'টা দেখতে পেয়েছিলেন। ক্রমাগত প্রকট হওয়া আরেকটি বিষয় হল মার্কিন বইয়ের এক সময়ের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া। অন্যটি হল ছোট গল্পের জনপ্রিয়তার অভাব—প্রতি দু'তিন বছর অন্তর প্রকাশকেরা যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কোনও কোনও পাঠক গ্রন্থাগারিককে বই বেছে দিতে অনুরোধ করে। তারা সব সময়ই বলে 'আমি ছোট গল্প চাই না' অথবা 'ক্ষুদ্র কলেবরের গল্পে আমার মন ভরে না'। আমাদের একজন জার্মান খদ্দের এমন বলত। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন এটা কেন তাহলে হয়ত তারা ব্যাখ্যা করে বলবে যে প্রতিটি গল্পে নতুন একগুচ্ছ চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুব ক্লান্তিকর। তারা একটি উপন্যাসে 'ঢুকে পড়তে' চায় যাতে প্রথম অধ্যায়ের পরে আর বিশেষ চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন পড়ে না। আমার যদিও মনে হয় যে এই সব ক্ষেত্রে লেখক পাঠকদের তুলনায় দোষী। ইংরেজ অথবা মার্কিন লেখকদের অধিকাংশ আধুনিক ছোট গল্প অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, নির্জীব। বেশির ভাগ উপন্যাসের তুলনায়ও এটা সত্যি। কিন্তু যেসব ছোট গল্প বাস্তবিকই গল্প হয়ে উঠতে পেরেছে, সেগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়: ডি.এইচ.লরেন্স দ্রষ্টব্য, যাঁর ছোট গল্পগুলো তাঁর উপন্যাসের মতই সমাদৃত।

আমি কি বই বিক্রিকে পেশা হিসেবে নিতে চাইব? দোকান মালিকের আমার প্রতি দয়া সত্বেও এবং বইয়ের দোকানে আমি কতগুলো দিন সুখে কাটালেও সামগ্রিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হল—'না'।

ক্রেতার প্রত্যয় জাগাতে পারে এমন ভালো বিজ্ঞাপন আর পর্যাপ্ত মূলধনের ওপর ভরসা করে যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি পুস্তকবিপণি থেকে স্বল্প অথচ নিরাপদ জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হবেন। তিনি যদি 'বিরল' বইয়ের ব্যবসায় ঢুকতে না চান, তাহলে এই ব্যবসা শেখা কঠিন নয়। আর যদি বইয়ের অন্তর সম্পর্কে আপনার কিছু ধারণা থাকে, তা হলে তো আপনি খুব সুবিধেজনক অবস্থায় থেকে শুরু করবেন। (অধিকাংশ বই বিক্রেতারই এই ধারণা থাকে না। এটা বোঝা যায় যে সেই ব্যবসা-নথিগুলো দেখে যেখানে তারা তাদের প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহে বিজ্ঞাপন দেয়। আপনি যদি বসওয়েলের *ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল* এর কোনও বিজ্ঞাপন নাও পান, টি.এস.এলিয়টের *দ্য মিল অন দ্য ফ্লস* এর বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই পাবেন।) তাছাড়া এটি একটি পরিশীলিত ব্যবসা। কাজটাকে ঠিক অকিঞ্চিৎকরও বলা যায় না। ব্যবসায়ী-সমবায় কখনও ছোট, স্বাধীন বই বিক্রেতাকে

তেমনভাবে নিংড়ে ব্যবসা গোটাতে বাধ্য করতে পারেনি যা তারা মুদিখানা মালিক অথবা গোয়ালাদের ক্ষেত্রে করেছে। কিন্তু এই ব্যবসায় কাজের সময় বড়ই দীর্ঘ। আমি শুধু আংশিক সময়ের কর্মচারী ছিলাম। কিন্তু আমার মালিক সপ্তাহে বাহাত্তর ঘন্টা খাটতেন। কাজের সময়ের বাইরে বই কেনার জন্য অবিরাম অভিযানগুলো এর বাইরে ধরতে হবে। উপরন্তু বইবিপণিতে কাজ করলে অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে হয়। বইয়ের দোকান শীতকালে সচরাচর ঠাণ্ডা থাকে, কারণ বেশি গরম হলে বই সাজিয়ে রাখার বিপণি-বাতায়ন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর বই বিক্রেতা বেঁচে থাকে এই শপ-উইণ্ডোগুলোর জন্যই। বই থেকে যে পরিমাণে আর যত বাজে ধুলো বেরোয়, তা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অন্য যে কোনও ধরনের পণ্যের থেকে বেশি। উপরন্তু প্রতিটি নীলমাছি যেন আলমারিতে রাখা বইয়ের মাথায় উঠে মরতেই পছন্দ করে।

তবে সারা জীবন বইয়ের ব্যবসায় থাকতে না চাওয়ার আসল কারণ হল গ্রন্থবিপণিতে কাজ করতে করতে গ্রন্থপ্রেম উবে গিয়েছিল। যেহেতু বই বিক্রেতা বই সম্পর্কে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয় তাই বই জিনিসটি ক্রমেই তার বিস্বাদ লাগে। এছাড়াও বইয়ের দোকানে যে কাজ করছে, সে অনবরত বই ঝাড়ছে, এক জায়গা থেকে অন্যত্র বইগুলো সরাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন আমি সত্যিই গ্রন্থবিলাসী ছিলাম—বইয়ের রূপ, গন্ধ, স্পর্শ উপভোগ করতাম। মানে সেই যেসব কেতাব কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো, সেগুলো আর কী। মফস্বলের নিলামে এক শিলিং এর বিনিময়ে একগাদা বই কিনতে পারার মত পরিতৃপ্তি আমি আর কিছুতেই পেতাম না। এই ধরনের গ্রন্থসংগ্রহে আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে যে জীর্ণ পুস্তকগুলো হাতে তুলে নেন, তার একটা অদ্ভুত সুঘ্রাণ আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌণ কবি, অপ্রচলিত গেজেটিয়ার, বিস্মৃত উপন্যাসের একটি বেখাপ্পা ভল্যুম, ষাটের দশকের মহিলাদের পত্রিকার বাঁধাই করা সংখ্যাগুলো। যেমন-তেমন পড়ার জন্য—যেমন স্নানের সময় অথবা গভীর রাতে যখন আপনি বিছানায় যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ক্লান্ত অথবা দুপুরের আহারের আগে বেখাপ্পা পনের মিনিটে—গার্লস ওউন পেপার এর একটি পুরোনো সংখ্যা স্পর্শ করার মত সুখের অনুভূতি আর কীই বা দিতে পারে? কিন্তু বইঘরে কাজ করতে গিয়েই আমার বই কেনা বন্ধ হয়ে গেল। একসঙ্গে জড়ো করা অনেক বই দেখতে হত। এক একবারে পাঁচ-দশহাজার বই। এত বই দেখতে দেখতে বই জিনিসটি বিরক্তিকর এবং কিছুটা অপ্রীতিকর ঠেকছিল। ইদানীং কখনও সখনও আমি এক-আধটা বই কিনি বটে, কিন্তু শুধু সেটাই কিনি যা আমি পড়তে চাই কিন্তু ধার নিয়ে পড়ার উপায় নেই। আমি কখনই বাজে, ঝড়তিপড়তি কেতাব কিনি না। জীর্ণ হয়ে আসা পুরোনো কাগজের মিষ্টি গন্ধের সে আবেদন আর নেই। আমার মনে এখন সেই গন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভ্রমবাতুলতাগ্রস্ত খদ্দেরদের আর মৃত নীল মাছির।